১৪-০৮-১৭ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

মিষ্টি বাচ্চারা -- এখন তোমরা এই বিশ্বের আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞানের আলো প্রাপ্ত করেছ, তোমরা এই জ্ঞানকে বুদ্ধিতে রেখে সদা হর্ষিত থাকো ।

প্রশ্ন : -এখন বাচ্চারা তোমাদের খুব জবরদস্ত ভাগ্য তৈরী হচ্ছে - কিসের ভাগ্য এবং কীভাবে ?

উত্তর : - এখন তোমরা শ্রীমতে চলে ২১ জন্মের জন্য বাবার থেকে বেহদের আশীর্বাদী বর্সা নিচ্ছ । বাবার শ্রীমতে চলে তোমাদের সমস্ত মনোকামনা পূরণ হচ্ছে, এ হলো তোমাদের জবরদস্ত ভাগ্য। তোমরা ৮৪ জন্মগ্রহণকারী বাচ্চারাই এই চক্র সম্পূর্ণ করে এখন ব্রাহ্মণ হয়েছ এরপর দেবতা হবে । তোমরা তখনই উচ্চ ভাগ্যের অধিকারী হবে, যখন তোমরা বুদ্ধিযোগ আর জ্ঞান বলের দ্বারা মায়া রাবণকে জয় করতে পারো । তোমাদের বুদ্ধিতে এই বিষয়টি আছে যে আমরা বাবার কাছে এসেছি নিজেদের ভাগ্য বানাতে অর্থাৎ লক্ষ্মী - নারায়ণের পদ লাভ করতে ।

গীত :- ভাগ্য জাগিয়ে এসেছি .....

ওম্ শান্তি । এ হলো ভগবানের পাঠশালা । এখানে ভগবানুবাচঃ হয় বাচ্চাদের প্রতি । গানের প্রথম লাইন ভাগ্য জাগিয়ে এসেছি -- এই ঈশ্বরীয় পাঠশালা বা বেহদের পাঠশালায় । ভগবান তো একজনকেই বলা হয় । ভগবান অনেক হয় না । সমস্ত আত্মাদের বাবা একজনই । এখন এক বাবা আর অনেক বাচ্চাদের এ হলো সংগঠনের মেলা । জ্ঞান সাগর আর জ্ঞান নদী । জলের সাগরকে কিন্তু জ্ঞান সাগর বলা হবে না । জ্ঞান সাগর থেকে জ্ঞান নদীদের উৎপত্তি, তাদেরই এই মেলা । সে হলো ভক্তি আর এ হলো জ্ঞান । জ্ঞান বলা হয় ব্রহ্মার দিন অর্থাৎ সত্যযুগ আর ত্রেতা যুগকে আর ভক্তি বলা হয় ব্রহ্মার রাত দ্বাপর আর কলিযুগকে । সত্যযুগ আর ত্রেতা যুগের অর্থ হলো সদ্গতি । সুখধামে যেতে হয় । আর এই সদ্গতি তো একমাত্র বাবাই করবেন । তিনিই হলেন সদ্গতি দাতা । তোমাদের এখন সদ্গতি হচ্ছে, অর্থাৎ পতিত থেকে পবিত্র হচ্ছো । তোমরা রাজযোগ শিখে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হচ্ছো । সতোপ্রধান হলেই তো স্বর্গে যেতে পারবে । এরপর তোমরা কিভাবে সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান অবস্থায় আসো - এ তো হলো চক্র । ভারত একসময় স্বর্গ ছিল, সেখানে লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজ্য ছিল । এখনো এমন অনেক মন্দির বানানো হয় । সত্যযুগে এনারা অবশ্যই ছিলেন। এখন তো হলো কলিযুগ । সত্যযুগে মহারাজা - মহারাণী আর প্রজা সকলেই পবিত্র ছিলেন । লক্ষ্মী - নারায়ণকে মহারাজা - মহারাণী বলা হয় । এনারাই ছোটবেলায় মহারাজকুমার শ্রীকৃষ্ণ আর মহারাজকুমারী রাধা ছিলেন ।

বর্তমানে লোকে বলে কৃষ্ণের জন্মাষ্টমী । অষ্টমী কেন বলা হয়েছে ? শাস্ত্রের যে সার তা তোমাদের বোঝানো হয় । চিত্রতেও দেখানো হয় যে বিষ্ণুর নাভি থেকে ব্রহ্মা নির্গত হয়েছে । এমন নয় যে বিষ্ণু বসে ব্রহ্মার দ্বারা শাস্ত্রের সার বোঝান । না, তা নয় । পরমপিতা পরমাত্মা শিব পরমধাম থেকে এসে ব্রহ্মা তনের আধার নিয়ে তোমাদের এই রহস্য বুঝিয়ে বলেন । মানুষ এতো পরিশ্রম করে, ভক্তি করে, কিন্তু কিছুই পায় না, তাই ভগবান বলেন - যখন ভক্তি সম্পূর্ণ হয় তখনই আমি আসি, কেননা তখন তোমাদের সম্পূর্ণ দুর্গতি হয় । সত্যযুগ এবং ত্রেতায় তোমরা তোমাদের রাজ্য - ভাগ্য পাও । সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী ...তারপর তোমরা নামতে থাকো । এইসব কথা বুদ্ধিতে স্মরণ রাখতে হবে ।

বাচ্চারা, তোমাদের এখন এই সম্পূর্ণ বিশ্বের আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞানের আলো প্রাপ্ত হয়েছে, আর কারোর বুদ্ধিতেই এই প্রকাশ নেই । তোমরা জানো যে সবার ওপরে হলেন শিব বাবা । তারপরে সূক্ষ্মবতনে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর আর এই স্থূলবতনে হল এই মনুষ্য সৃষ্টি । মনুষ্য সৃষ্টিতেও প্রথমে জগৎ - অম্বা, জগৎ - পিতার নামের গায়ন আছে । সূক্ষ্মবতনে কেবল ব্রহ্মাকে দেখানো হয় । তাঁদেরকে বলা হয় ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ , বিষ্ণু দেবতায় নমঃ । এখানে যে ব্রহ্মা আর সরস্বতী আছেন, তাঁরা কারা ? ব্রহ্মার অনেক মহিমা । ব্রহ্মার কন্যা তো হলে তোমরাই । প্রজাপিতা তো অবশ্যই এখানেই হবে । সূক্ষ্মবতনে তো আর হবে না । বাবাকে প্রজাপিতার দ্বারাই জ্ঞান দিতে হবে । বিষ্ণু বা শংকরকে জ্ঞানের সাগর বলা হয় না । বাবাকে তো শ্রী শ্রী বলা হয় । তিনি হলেন শ্রেষ্ঠর থেকেও শ্রেষ্ঠ, উঁচুর থেকে উঁচু ভগবান । তিনিই রচনা করেন শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণের, তাঁরাই স্বযম্বরের পরে মহারাজা শ্রী নারায়ণ আর মহারাণী শ্রী লক্ষ্মী হন । সত্যযুগে তাঁদেরই রাজ্য চলতে থাকে । ত্রেতায় হলো রাম - সীতার রাজ্য । সত্যযুগকে স্বর্গ বলা হয় তারপর দুই কলা কম হয়ে যায় । ১৬ থেকে ১৪ কলায় এসে যায়, তারপর দ্বাপর থেকে ভক্তি মার্গ শুরু হয় । এখন বাবা বলেন - বাচ্চারা আমি তোমাদের সদ্গতিতে নিয়ে যাই । ভারত পবিত্র ছিলো তারপর তাকে পতিত কে বানালো ? রাবণ বানিয়েছে। তাই আমাকেই কল্পে কল্পে আসতে হয় । পতিতদের পবিত্র বানাতে হয় । তোমরা এখানে এসেছ ভাগ্য বানাতে অর্থাৎ বিশ্বের মালিক হতে । বাবা বোঝান যে এই কথা বুদ্ধিতে রাখো যে তোমরাই দেবী - দেবতা ছিলে, এখন ব্রাহ্মণ হয়েছ আবারও দেবতা হবে । এ হলো ডিগবাজির খেলা । প্রথমে হলো টিকি বা শিখা, তার ওপরে আছেন শিব বাবা, তারপর এই ব্রাহ্মণ রচনা হয়েছে, দত্তক নিয়েছেন । যেমন বাবা হলেন বাচ্চাদের পিতা, সে হল হদের পিতা, আর ইনি হলেন বেহদের । প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার বলা হয় । এই সঙ্গম যুগেই তাঁর মহিমা, যখন শিব বাবা এসে দত্তক নেন - - ব্রহ্মা - সরস্বতী আর বাচ্চারা তোমাদের । এখন তিনি আবার তোমাদের পবিত্র করছেন । তোমরা জানো যে আমরা আবার বাবার থেকে নতুন করে আশীর্বাদী বর্সা নিতে এসেছি । কল্প কল্প আমরা এই বর্সা নিয়ে এসেছি । এরপর যখন রাবণ রাজ্য শুরু হয় তখনই পতন হতে শুরু হয়, অর্থাৎ মানুষ পবিত্র থেকে পতিত হতে শুরু করে । এখন সমস্ত সৃষ্টিতেই রাবণ রাজ্য, সকলেই দুঃখী, সকলেই শোক বাটিকাতে আছে । সত্যযুগে দুঃখের কোনো কথাই থাকে না ।

আজ হলো কৃষ্ণের জন্মাষ্টমী । কথিত আছে, দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান হলেন শ্রীকৃষ্ণ । এখন গর্ভে কৃষ্ণ কি জন্ম নেবে ? কৃষ্ণের তো জন্ম হয় সত্যযুগে । মানুষ তাঁকে দ্বাপর যুগে নিয়ে গেছে । তাহলে এ তো গল্পকথা হল । এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে কৃষ্ণ কি করে ৮৪ জন্ম নেন । এখন এই অন্তিম জন্মে তিনিও এই ঈশ্বরীয় পড়াই পড়েন । সত্যযুগে কৃষ্ণের মা বাবার তো আটটি সন্তান হয় না । এই শাস্ত্রও নাটকের নিয়ম অনুসারে সব আগে থেকেই বানানো আছে । এখন বাবা সমস্ত শাস্ত্রের সার বুঝিয়ে বলেন । ভগবান উবাচঃ - তোমাদের এই জ্ঞান শোনান । এখানে গান বা শ্লোকের কোনো বিষয় নেই । এ হল পড়া । বাকি সমস্ত শাস্ত্র ইত্যাদি সবই ভক্তিমার্গের সামগ্রী । ভক্তি শুরু হওয়ার প্রথমেই সোমনাথের মন্দির বানানো হয় । প্রথমের দিকে শিবের অব্যভিচারী ভক্তি হয়, আর এ হল শিব বাবার অব্যভিচারী জ্ঞান, যার সাহায্যে তোমরা পবিত্র হও । ভক্তির পরে বৈরাগ্যের গায়ন আছে । তোমাদের এই সম্পূর্ণ পুরানো সৃষ্টির প্রতি বৈরাগ্য আছে । পুরানো সৃষ্টির অবশ্যই বিনাশ হবে তখনই নতুন সৃষ্টির স্থাপনা হবে । এ হলো সেই মহাভারতের লড়াই যা আগের কল্পেও হয়েছিলো । মুসল ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয় যা হয়েছিল তা আবারও হবে । দেবতারা কখনোই পতিত দুনিয়ায় তাঁদের চরণ রাখেন না । মানুষ মহালক্ষ্মীর আবাহন করে থাকে । প্রতি বছর তাঁর থেকে

ধনের কামনা করে । লক্ষ্মী – নারায়ণ দুজনে হল একসঙ্গে । মহালক্ষ্মীর চার হাত দেখানো হয় । দীপমালা দিয়ে তাঁর পূজা করা হয় । প্রতি বছর ভারতবাসীরা ভিক্ষাই করে । এ হলো বিষ্ণুর দুই রূপ । মানুষ এইকথা কেউই জানে না । এই সময় আছেন প্রজাপিতা আদি দেব আর জগদম্বা আদি দেবী । এখন শ্রীমতে চলে তোমাদের সমস্ত মনোকামনা পূরণ হয় । তোমরা ২১ জন্মের জন্য রাজ্য – ভাগ্যের অধিকার নাও । এই ব্রহ্মা হলেন সাকারী পিতা আর শিববাবা হলেন নিরাকারী পিতা । আশীর্বাদী বর্সা তোমরা শিববাবার থেকেই পাবে । তিনি হলেন স্বর্গের রচয়িতা, তোমরা ২১ জন্মের জন্য আশীর্বাদী বর্সা পাচ্ছো । কতো বড় ভাগ্য তোমাদের । তোমরা এও জানো যে এখানে তারাই আসবে যারা ৮৪ জন্মের চক্র আবর্তন করেছে, তারাই এসে ব্রাহ্মণ হবে, সেই ব্রাহ্মণই আবার দেবতা হবে ।

এখন বাচ্চারা তোমরা কার জন্মদিন পালন করবে ? তোমাদের জ্ঞানের সঙ্গে লক্ষ্মী – নারায়ণের জন্মদিন পালন করা উচিত । তাঁরাই ছোটোবেলায় রাধা – কৃষ্ণ ছিলেন। তাই দুজনেরই পালন করা উচিত । কেবলমাত্র কৃষ্ণের কেন ? মানুষ তো কৃষ্ণকে দ্বাপর যুগে নিয়ে গেছে । রাধা এবং কৃষ্ণ দুজনেই আলাদা পরিবারের । এনারা যখন একই, তখন তো একসঙ্গেই জন্মদিন পালন করা উচিত । নাহলে মানুষ তো বুঝতেই পারে না, কৃষ্ণের জন্ম কবে হয়েছিল ? তোমরা এখন জানো যে কৃষ্ণের জন্ম সত্যযুগের শুরুতে হয়েছিলো । রাধার জন্মও সত্যযুগের শুরুতেই হয়েছিলো । তাঁদের ২ – ৪ বছরের তফাত ছিল । তোমাদের জন্য সবথেকে সর্বোত্তম হলো শিব জয়ন্তী । আমার তো এক শিব বাবা, দ্বিতীয় আর কেউ নয় । তোমরা এখন দেবতা হতে চলেছ । লক্ষ্মী – নারায়ণ, রাম – সীতা হতে চলেছ । এও বোঝানো হয় – রাম – সীতাকে ক্ষত্রিয়, চন্দ্রবংশী কেন বলা হয় । যারা পাস করতে পারে না, তারা চন্দ্রবংশী ঘরানাতে আসে । এ হলো মায়ার সাথে যুদ্ধ । এই যুদ্ধের ময়দানে তোমরা রাবণের ওপর বিজয় প্রাপ্ত করো । বাকি পাণ্ডব আর কৌরবদের লড়াই নয় । তোমাদের মায়াকে জয় করতে হবে । বাবা আত্মাদের বলেন – আমাকে স্মরণ করো তাহলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে আর মায়াকেও জয় করতো পারবে । বুদ্ধিযোগ বল আর জ্ঞানের শক্তির দ্বারাই এই মায়ার ওপর বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে । ভারতের প্রাচীন যোগবল বিখ্যাত, যার দ্বারা তোমরা রাবণের ওপর জয়লাভ করে রাজ্য পাও । এ হলো অনেক বড় ভাগ্য । মুখ্য কথা হলো বেহদের বাবা আর ২১ জন্মের সদা সুখের আশীর্বাদী বর্সাকে স্মরণ করতে হবে । এক সেকেন্ডেই স্বর্গের বাদশাহী । যতক্ষণ বাবার পরিচয় বুদ্ধিতে না আসে ততক্ষণ কিছুই বুঝতে পারবে না । এখানে কোনো সাধু – সন্ত ইত্যাদি নেই । না কেউ গীতা ইত্যাদি শাস্ত্রও শোনায় । যেমনভাবে সাধুরা শুনিয়ে থাকে । গান্ধীজীও গীতা শোনাতেন তারপর গাইতেনও পতিত – পাবন সীতারাম । এই গীতা তো ভগবান গেয়েছেন । যদি গীতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হন তাহলে মানুষ রাম সীতাকে কেন স্মরণ করে ? বাস্তবে সীতা হলে তোমরাই, রাম হলেন নিরাকার ভগবান । সকলেই ভক্ত তাই তারা ডাকতে থাকে .....হে রাম, হে ভগবান তুমি এসে আমাদের এই সীতাদের পবিত্র করো,তারপর তারা রঘুপতি রাঘব রাজা রাম বলে দেয় । মানুষ এইসব শোনা কথাই ধরে রেখেছে । আবার গঙ্গাকেও পতিত – পাবনী কেন বলা হয় ! ভক্তিমার্গে অনেকেই গঙ্গা স্নানে যায় । বছর বছর মেলার অনুষ্ঠানও করে । সেই মেলায় গিয়ে তারা বসেও যায় । তোমরা বসে আছো জ্ঞানের সাগরের কাছে । দুনিয়ার মানুষ তো গঙ্গার জলে স্নান করে আসে । এতে কেউ পবিত্র তো হয়ই না, পতিতই হতে থাকে । তোমরা এখন জ্ঞানমার্গে আছ । তোমরা এখন ওখানে যাবে না । প্রকৃত সঙ্গম হলো এটাই, যেহেতু আত্মা – পরমাত্মা বহুকাল আলাদা রয়েছে । পরমপিতা পরমাত্মার থেকে কারা অনেক সময় ধরে আলাদা হয়ে যায় ? যারা প্রথমের দিকে

সত্যযুগে থাকে, অবশ্যই তারা প্রথমে ভগবানের সাথে মিলিত হবেন, তারাই তো প্রথমে আসবেন । এখানে অবশ্যই পড়তে হবে । যারা এই স্কুলেই আসবে না তারা আর কি শুনবে ? গুহ্য পয়েন্টস তারা কি করে বুঝবে । কেউ আবার বলে - সময় নেই । বাবা বলেন - এই হলো সত্যিকারের কামাই আর ও সব হলো মিথ্যা । তোমরা তো পদে পদে ভাগ্যবান হও । বাকি এই সময় এখানে তো মিথ্যা সাহুকারী । যতই লাখপতি বা কোটিপতি থাকুক না কেন । গভর্নমেন্টও তাদের থেকে ধার নিয়ে থাকে । এ সবই তো মিথ্যা মায়া .....মিথ্যা সব সংসার । বাবা বসে বোঝান ....বাচ্চারা আমি তোমাদের কতবড় সাহুকার (বিত্তশালী) বানাই । এখন রাবণ তোমাদের কত দুঃখী করে দিয়েছে । এখন এই রাবণকেই জয় করতে হবে । লড়াইয়ের কোনো কথা নয় । লড়াই করে এই বিশ্বের মালিক হতে পারবে না । তোমরা যোগবলের দ্বারা এই বিশ্বের মালিক হয় । বাবাই যোগ শেখান, তাই এনার আত্মাও সেই যোগ শেখেন । বাবা এনার মধ্যে প্রবেশ করে তোমাদের জ্ঞানের কথা শোনান । তিনি বলেন, আমি তো জন্ম - মরণ রহিত । বাবা হলেন বেহদের বাবা । তিনি এই বেহদের রহস্য বোঝান যে তোমাদের এই মায়া কি কি করিয়েছে । তোমরা এই পাঁচ বিকাররূপী ভূতের অধীন হয়ে গেছ, তোমাদের কি অবস্থা হয়েছে ! তোমরা কত ধনবান ছিলে । ভক্তিমার্গে অকারণে খরচ করে করে তোমাদের কি অবস্থা হয়ে গেছে । এখন এই ভক্তির পরে ভগবান এসে তোমাদের স্বর্গের বাদশাহী দেন, তাই এই সদ্গতি করানোর জন্য বাবাকেই আসতে হয় । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার : -

১) প্রতি পদে ভাগ্যশালী হওয়ার জন্য প্রকৃত কামাই করতে হবে । পড়াতে কোনো রকম সময়ের বাহানা করা চলবে না । এমন নয় যে পড়ার জন্য কোনো সময় নেই । রোজ অবশ্যই এই ঈশ্বরীয় পড়া পড়তে হবে ।

২) এক বাবার অব্যভিচারী স্মরণে থেকে আত্মাকে সতোপ্রধান বানাতে হবে । "আমার তো এক শিব বাবা ...দ্বিতীয় আর কেউ নেই" ....এই পাঠ পাকা করতে হবে ।

বরদান : - শুদ্ধ সংকল্পের আবরণের দ্বারা সদা ছত্রছায়ার অনুভূতি করে এবং অন্যকে করানোর জন্য দৃঢ় সংকল্পধারী হও ।

তোমার একটি শুদ্ধ বা শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী সংকল্প অনেক কামাল করতে পারে । শুদ্ধ সংকল্পের বন্ধন বা আবরণ দুর্বল আত্মাদের জন্য ছত্রছায়া হয়ে সেফ্টির উপকরণ বা দূর্গে পরিণত হতে পারে । কেবল এর অভ্যাস কালে প্রথমে মনযুদ্ধ চলতে পারে, ব্যর্থ সংকল্প শুদ্ধ সংকল্পকে খন্ডন করতে থাকে কিন্তু যদি দৃঢ় সংকল্প করো তাহলে তোমার সাথী হলেন স্বয়ং বাবা, বিজয়ের তিলক সর্বদাই আছে, কেবল একে ইমার্জ করো তাহলেই ব্যর্থ স্বত: মার্জ হয়ে যাবে ।

স্লোগান :- ফরিস্তা স্বরূপের সাক্ষাৎকার করানোর জন্য শরীর থেকে পৃথক থাকার অভ্যাস করো ।